যুগান্তর

তারিখ 14 JUN 2015
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৪

টাকা ছাড়া সনদ মেলে না

আবদুল্লাহ আল মামুন, *ইবি থেকে*

ভোগান্তির অপর নাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের প্রতিটি কাজের পদে পদে উৎকোচ দিতে হচ্ছে। টাকা ছাড়া কোনো কাজ করতে হলে পড়তে হচ্ছে সীমাহীন দুর্ভোগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের পরীক্ষা সংক্রান্ত সব কার্যক্রম দেখভাল করে এ বিভাগটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে লেখাপড়া শেষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উত্তোলনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। এতে সম্মত না হলে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। এছাড়া এ শাখার বেশ কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারীর কারণে ইমেজ সংকটে রয়েছে এ শাখায় কর্মরত সৎ কর্মকর্তা কর্মচারীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষক নিয়োগ, প্রতিটি বিভাগের ফল প্রকাশ এবং বিভিন্ন পরীক্ষা শেষে নম্বরপত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ফল হিসেবে মূল সনদপত্র এবং নম্বরপত্র প্রদানের কাজ করে থাকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর। এজন্য ৬৫ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী রয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর কারণে এ শাখায় ছাত্র জীবন শেষ করা শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। নম্বরপত্র উত্তোলন কিংবা সনদপত্র উত্তোলন করতে গিয়ে বার বার ধরনা দিতে হচ্ছে এ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে। প্রয়োজনীয় এসব কাগজপত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তোলনের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন করলেও তা পেতে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিস বিভাগের ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র মেহেদী হাসান ফোড প্রকাশ করে বলেন, অনার্স এবং মাস্টার্সের নম্বরপত্র উত্তোলনের জন্য ২০১৪ সালের ১১ নভেম্বর সংশ্লিষ্টদের কাছে বার বার ধরনা দিলেও বিষয়টি আমলে নিচ্ছে না তারা। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর সূত্রে জানা যায়, সনদপত্র এবং নম্বরপত্র উত্তোলনের নিয়মাবলী এবং ফি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কতৃক নির্ধারিত রয়েছে। শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত টাকা জমা দিয়েও তারা তাদের কাগজপত্র উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলা বিভাগের ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র সাইফুল্লাহ শিমন বলেন, অনার্সের

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর

কাগজপত্র উত্তোলন করতে এসে সীমাহীন বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। শিমন জানান, টাকা ছাড়া কাজ করাতে গেলে প্রথমে এ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্তরা জানান, যিনি লিপিকুশলীর দায়িত্বে আছেন তিনি আজ লিখতে পরবেন না, পরে আসেন। পরের দিন আবার আসলে তারা বলেন, আপনাদের টেবুলেশন খাতা এখনও বিভাগ থেকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে পাঠানো হয়নি, কয়েক দিন সময় লাগবে। কুশলীদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্নভাবে তাদের ম্যানেজ করার পরে সার্টিফিকেট লেখার কাজ শুরু হয়। নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা সার্টিফিকের এবং মার্কসিট লেখা শেষ হলে কাউন্টারে যোগাযোগ করার কথা বলা হয়। সেখানে এসেও আটকে থাকে প্রয়োজনীয় এসব কাগজপত্র। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ রয়েছে। এদের নেতৃত্বে রয়েছে শাখা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আমিরুল ইসলাম ডাবলু এবং লিপি কুশলী আরিফুল হক। তারা এ শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে টাকা লেনদেনের ব্যাপারটা অনেকটা ওপেন সিক্রেটে। অভিযোগ রয়েছে লিপি কুশলী আরিফুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের কাজ করতে অনাগ্রহী। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক-শিক্ষার্থী কাজ নিয়ে গেলে তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে লিপি কুশলী আরিফুল হক বলেন 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে তা অনেকটা ব্লেম। তবে এ শাখায় টাকার আদান প্রদান হয় না আমি এটা বলব না। হাতেগোনা এক/দুই জন মানুষের জন্য পুরা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের বদনাম হচ্ছে। এ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের শাখা কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম ডাবলুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তিনি ফোন ধরেননি। এ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মাদ আলী যুগান্তরকে বলেন, 'আমি বিষয়টি শুনেছি, অনেকে আমার কাছে অভিযোগও করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে সবাইকে সতর্কতা স্বরুপ নোটিশ দেয়া হয়েছে এর পরেও এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয়ে ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার যুগান্তরকে বলেন, 'আমি বিষয়টি শোনামাত্রই পরীক্ষানিয়ন্ত্রক দফতরের প্রধানকে ফোনে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। এ ধরনের কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অপরাধ হিসেবে আমলে নিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেঁয়া হবে।